গ্রহণ করলেন—তা আমাদের কাছে দুর্বোধ্য। ধর্ম-বিশ্বাসী হিসাবে স্পিনোজার উচিত ছিল ঈশ্বরকে নৈতিক সদগুণের অধিকারী পরম পুরুষ হিসাবে গণ্য করা। অথচ তিনি ঈশ্বরকে নৈর্ব্যক্তিক নির্বিশেষ বিশুদ্ধ সত্তারূপে গ্রহণ করেছেন।

৫। গুণ

(**Attribute**) :

স্পিনোজার মতে, আমাদের বুদ্ধি বা মন যাকে দ্রব্যের সারধর্ম বা উপাদান হিসাবে প্রত্যক্ষ করে তাকেই গুণ (attribute) বলা হয়। ("By attribute I understand that which the intellect perceives as constituting the

essence of substance.")। স্পিনোজা প্রদত্ত গুণের এই সংজ্ঞাটিকে বিভিন্ন দার্শনিক বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। হেগেল (Hegel) ও আর্ডমান (Erdmann) এই সংজ্ঞাটির যে অর্থ করেছেন তা হল এই যে, গুণ বস্তুতঃ দ্রব্যসংলগ্ন নয়; তা নিছক মনোগত আকারমাত্র, প্রত্যক্ষের সময় মন বুদ্ধি থেকে তা নির্গুণ দ্রব্যের উপর আরোপ করা হয়। অপরপক্ষে, ফিশার (K Fischer) যে অর্থ করেছেন তা হল এই যে, গুণ শুধু মনেরই ধারণা মাত্র নয়, তা প্রকৃতপক্ষে বস্তুগত অর্থাৎ তা বাস্তবিক পরম দ্রব্য ঈশ্বরেরই বাস্তব প্রকাশ। এই প্রসঙ্গে আমরা বলতে চাই যে, ফিশারের ব্যাখ্যাটিই স্পিনোজার মতবাদকে যথাযথরূপে প্রতিফলিত করেছে; স্পিনোজা বুঝাতে চেয়েছেন যে, মন যা দ্রব্যের সার উপাদান হিসাবে প্রত্যক্ষ করে বস্তুতঃ তা নিছক ধারণামাত্র নয়, দ্রব্যের প্রকৃত উপাদানও বটে।

গুণকে দ্রব্য-সংলগ্ন বলে স্বীকার করলেও স্পিনোজাকে একটি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তাঁর মতে, দ্রব্য স্বরূপতঃ অসীম ও অনন্ত; এই অসীম ও অনন্ত দ্রব্যকে কোন বিশেষ গুণ দ্বারা সুনির্দিষ্ট করলে তা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়বে, ফলে তার অসীম স্বরূপ ক্ষুণ্ণ বা নষ্ট হবে। (All determination is negation)। কিন্তু অসীম দ্রব্যের অসীম সংখ্যক গুণ এবং প্রত্যেকটি গুণই অসীম ও অনন্ত এরূপ স্বীকার করে তিনি তাঁর অসুবিধা দূর করতে সচেষ্ট হয়েছেন। ("But he tried to avoid this difficulty by predicating of the infinite substance an infinite number of infinite attributes : every one of them, that is, infinite and eternal in its essence.") স্পিনোজা বলেন, পরম দ্রব্য ঈশ্বর এত বিরাট যে তাঁকে অনন্ত গুণসম্পন্ন বলে ধারণা করা উচিত, তাঁর অনন্ত ও অসংখ্য গুণের মধ্যে কেবলমাত্র চেতনা ও বিস্তৃতি—এই দুটি গুণেরই পরিচয় পাওয়া যায়। ডেকার্ট ঈশ্বর ছাড়াও মন ও জড় এই দুটিকে দ্রব্য বলে স্বীকার করেছেন এবং তাঁর মতে, চেতনা মনের এবং বিস্তৃতি জড়ের গুণ। অপরপক্ষে, স্পিনোজা মন ও জড়ের স্বতন্ত্র দ্রব্যত্ব অস্বীকার করে বলেছেন যে, ঈশ্বরই প্রকৃতপক্ষে একমাত্র দ্রব্য; দেহ ও মন অর্থাৎ বিস্তৃতি ও চেতনা পরম দ্রব্য ঈশ্বরেরই গুণ বা রূপভেদমাত্র। বিস্তৃতি ও চেতনা এই দুটি গুণের প্রত্যেকটিই আপন আপন ক্ষেত্রে অসীম; কিন্তু কোনটিই একক ও অদ্বিতীয়ভাবে পরম দ্রব্য ঈশ্বরের একমাত্র গুণ নয় বলে সম্পূর্ণরূপে অসীম হতে পারে না।

একই পরম দ্রব্য ঈশ্বর বা প্রকৃতির দুটি প্রকারভেদ হিসাবে দেহ ও মন অর্থাৎ বিস্তৃতি ও চেতনা—এই দুটি গুণ পরস্পর সমান্তরালভাবে (as two parallel attributes) পাশাপাশি অবস্থান করে। অর্থাৎ পরম দ্রব্য ঈশ্বর বা প্রকৃতি একদিকে মানসিক আবার অপরদিকে দৈহিকও বটে। দেহ ও মন ঈশ্বরস্থিত দুটি সমান্তরাল গুণ; দুটি সমান্তরাল রেখার ন্যায় দেহ ও মন অর্থাৎ বিস্তৃতি ও চৈতন্য পাশাপাশি থাকে; তাদের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্ভব নয়; একটি অপরটিকে প্রভাবিত করে না অর্থাৎ একটি অপরটিতে পরিণত হয় না। "যখন চৈতন্য ও

বিস্তৃতি একই পরমেশ্বরের গুণ, তখন একটিতে পরিবর্তন দেখা দিলে অপরটিতেও পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। কাজেই দেহ ও মনের পরিবর্তন সমান্তরালভাবে চলতে থাকে। মন ও দেহ যেন একই লেন্সের দুই তল, অবতল (concave) ও উত্তল (convex)। একদিকে পরিবর্তন ঘটলে অপরদিকে পরিবর্তন ঘটে। স্পিনোজার মতে, দেহের পরিবর্তনের সহিত মনের এবং মনের পরিবর্তনের সহিত দেহের পরিবর্তন ঘটে থাকে। তিনি মানসিক ও দৈহিক ক্রিয়ার মধ্যে কারণ-কার্য সম্পর্ক স্বীকার করেন না। জড় ও মন গুণ বলে তাদের কোনও ক্রিয়া উৎপাদন করবার শক্তি নেই। কাজেই সকল দৈহিক ও মানসিক ক্রিয়ার কর্তা একমাত্র ভগবান। এবং ভগবান যখন কোন ক্রিয়া সম্পাদন করেন, তখন এই ক্রিয়া মন ও দেহে সমভাবে প্রকাশ লাভ করে।" (অধ্যাপক হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'দর্শন-দীপিকা')

এইভাবে স্পিনোজা ডেকার্টের প্রবর্তিত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াবাদের সমালোচনা করে দেহ ও মনের সম্পর্ক সম্বন্ধে **সমান্তরালবাদ** (**Parallelism**) প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু এই সমান্তরালবাদ সর্বতোভাবে সমর্থন-যোগ্য নয়, কারণ এই মতবাদ অনুসারে স্বীকার করতে হয় যে, যেখানে যেখানে জড় বা বিস্তৃতি আছে সেখানে সেখানেই মন বা চৈতন্য আছে। কিন্তু আমরা চৈতন্যহীন বহু জড়পদার্থও দেখতে পাই ; পাহাড়-পর্বত, বৃক্ষ-লতা প্রভৃতিতে বিস্তৃতি আছে, কিন্তু চেতনা নেই। দ্বিতীয়তঃ, অনেকক্ষেত্রে দৈহিক ক্রিয়া ও মানসিক ক্রিয়া পরস্পর সমান ও সমান্তরাল থাকে না ; যথা—সংবেদনের ক্ষেত্রে মানসিক ক্রিয়া কম কিন্তু দৈহিক ক্রিয়া বেশী ; আবার বিচার বা যুক্তির ক্ষেত্রে মানসিক ক্রিয়া বেশী কিন্তু দৈহিক ক্রিয়া কম। তৃতীয়তঃ, স্পিনোজা নিজেই জড়ের তুলনায় মনের উপর অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন, কারণ তিনি বলেছেন যে, মনই গুণগুলিকে দ্রব্যস্থিত হিসাবে প্রত্যক্ষ করে। সুতরাং মনের অগ্রাধিকার স্পিনোজার দর্শনে স্বীকৃত হয়েছে।

পরিশেষে এক চরম নির্বিশেষ নিষ্ক্রিয় ব্যক্তিত্ববিহীন দ্রব্য তথা ঈশ্বর থেকে কিরূপে অসংখ্য মৌলিক গুণ নির্গত হয় তার যুক্তিসঙ্গত প্রতিপাদন স্পিনোজার অদ্বৈতবাদী দর্শনে পাওয়া যায় না।

৬। প্রত্যংশ বা আকৃতি বা প্রকার (Mode) :

K. Guha 156

স্পিনোজা প্রত্যংশ বা আকৃতি বা প্রকার (Mode) সম্বন্ধে তাঁর মতবাদ প্রবর্তন করে এক ও অদ্বিতীয় অপরিবর্তনীয় দ্রব্য থেকে বহু রকমের পরিবর্তনশীল বস্তুর উৎপত্তি ব্যাখ্যা করতে সচেষ্ট হন। তাঁর মতে প্রত্যংশ বা আকৃতি (mode) দ্রব্যের পরিবর্তিত আকার বা অবস্থা ("the modification of substance") ; তার অস্তিত্ব ও ধারণা স্ব-নির্ভরশীল নয়, নিয়ত দ্রব্যের উপর নির্ভরশীল অর্থাৎ একমাত্র